দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃংখলা, চোরাচালান, মানব পাচার, সন্ত্রাস-নাশকতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম। সভায় বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদার দর্শনা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর, দামুড়হুদা মডেল থাানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান ববি, উপজেলা আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দীন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী বলেন, উপজেলার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভালো তবে দুঃখজনক হলেও সত্য সরকার সম্প্রতি সময়ে দামুড়হুদার সুবলপুর থেকে ১১কিলোমিটার ভেরব নদ খননের টেন্ডার দেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভেরব নদ খনন কাজ শেষ করেন। খননের দুপাড়ের মাটি প্রকাশ্যে বিভিন্ন ইটের ভাটা ও মাটি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে আসছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু স্থানে ভৈরব নদের পাড়ের মাটি উধাও হয়ে গেছে। যা সরকারের গাছ লাগানো ও মাটি ডেসিং করা টেন্ডারের কাজ ব্যাহত হবে বলে এলাকাবাসি মনে করছেন।

ইতোমধ্যে ভৈরব নদের মাটি অপসরণ রোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসি দামুড়হুদা কে চিঠি দিয়েছেন বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তার পরও কোন অদৃশ্য শক্তির বলে ভৈরব নদের মাটি হরিলুট হচ্ছে তা আমার অজানা!!

আলমডাঙ্গায় ডিজিটাল মেলার উদ্বোধন

উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এ প্রতিপাদ্যে দিন ব্যাপী আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধনী ডিজিটাল মেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলিগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মামুন, থানার অফিসার ইনচার্জ পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনুদ্দিন, বীরমুক্তিযোদ্ধা জকু, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কামরুন্নাহার আঁখি, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শাহিনা আক্তার, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি প্রমূখ।

দামুড়হুদায় শীতের আগাম প্রস্তুতি! উপজেলায় তেপ-তোষকের দোকানে ভিড়

শীত নিরাময় করতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দারা আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ প্রস্তুতি নিতে উপজেলার লেপ-তোষকের দোকান গুলোতে ভীড় জমতে লক্ষ্য করা গেছে। ভীড়কে কেন্দ্র করে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে কারিগর সহ দোকান মালিকদেরকে।

দামুড়হুদা,উপজেলার প্রায় সকল লেপ- তোষকের দোকানে ক্রেতাদের উপস্থিতি থাকতে দেখা গেছে কমবেশি।কেউ যাচ্ছে ওর্ডার দিতে, আবার কেউ যাচ্ছেন নিদিষ্ট একাটা মাপ দিয়ে কেমন মজুরি পড়বে জানতে।অবশ্য এবছরে অনান্য মালামালের সাথে সাথে বেড়েছে লেপ তোষক তৈরির ব্যবহারের পন্য সামগ্রি।সেজন্য লেপের কাপড়, ফোম, মজুরির দামটাও একটু বেশি বলে বিক্রতা সহ ক্রেতাদের দাবি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলা বাজারের লেপ ব্যবসায়ী আলী আজগার জানান, আমি প্রায় ২০ বছর ধরে
এ পেশায় নিয়োজিত। এবার শীতে দোকানে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ভিড় হচ্ছে, কিন্তু দাম একটু বেশি হাওয়ায় কাস্টমার ফিরে যাচ্ছে। গত বারের তুলনায় এবার মালা মালের দাম বেশি,যে তুলা কিনতাম ১২০ টাকা কেজি সেই তুলা কিনতে হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি,আর যে কাপড় কিনতাম ৩০ টাকা গজ, এখন কিনতে হচ্ছে ৬০ টাকা গজ,সুকলা কিনতাম ২০ কেজির ব্যাল্ট ৪০০ টাকা এখন কিনতে হচ্ছে ৭০০ টাকায়।

তিনি আরো বলেন, কারিগরদের আগে লেপ প্রতি হাজিরা দিতে হতো ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, এবছরে দিতে হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।

কারিগর করিম হোসেন বলেন, আমি ১০ রকমের লেপ তোষক তৈরি করতে পারি। সিঙ্গেল লেপ বিক্রি করছি সর্বনিম্ন ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা, ডাবল লেপ ১৫০০/৩০০০ টাকা। কিন্তু জিনিসের দাম একটু বেশি হাওয়ায় গতবারের তুলনায় এবার একটু বেচাকেনা কম হচ্ছে।

জয়রামপুর গ্রামের ডালিম হোসেন বলেন, আমি তিন টা লেপ তোষক অর্ডার দেওয়ার জন্য দোকানে গিয়ে ছিলাম কিন্তু এবারে দাম অনেক বেশি বলছে, দোকানদার বলছে আমরা কি করিবো যেমন দামে জিনিস পত্র

কিনছি তেমন দামে বিক্রি করছি। তিনি আরো বলেন গত বছরে যে তোষক কিনে ছিলাম ১.৫০০ টাকায় এবার কিনতে হচ্ছে ২.৫০০ থেকে ৩.০০০ টাকায়।

দর্শনায় ৩ শ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রানা গ্রেফতার

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল, এ সংবাদ প্রকাশের জেরে মাদক ব্যাবসায়ীদের দৌরাত্ব ঠেকাতে দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ। মাদক বিরোধী অভিযানে মাঠে নেমেই পেয়েছেন সফলতা।

অভিযানে মাদক পাচারকালে মাদক ব্যাবসায়ীর মোটরসাইকেলের বস্তায় মিললো ৩ শত বোতল ফেনসিডিল। সেই সাথে মাদক উদ্ধারের সাথে মাদক পাচারকাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে মাসুদুর রহমান ওরফে রানা নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে।

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে অভিযান চালিয়ে মাদক ও মোটরসাইকেল সহ গ্রেফতার করা হয় তাকে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এস,আই নীতিষ বিশ্বাস, এস,আই সুমন্ত বিশ্বাস, এস,আই সোহেল রানা, এ,এস,আই বশির আহম্মেদ, এ,এস,আই মামুনুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন দর্শনা- হিজলগাড়ী সড়কের দক্ষিন চাঁদপুর কবরস্থানের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় দর্শনা হতে হিজলগাড়ি অভিমুখগামী একটি মোটরসাইকেলের পথ গতিরোধ করেন। পরে গতিরোধকৃত মোটরসাকেলের চালকের দখলে থাকা একটি বস্তার মধ্যে থেকে ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন পুলিশ।

এসময় পুলিশ মোটরসাইকেলসহ মাদক ব্যাবসায়ী মাসুদুর রহমান ওরফে রানা (২৭) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত

মাদক ব্যাবসায়ী দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মাঝপাড়ার ফজল ইসলাম ও রীনা খাতুন দম্পতির ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবীতে গণসমাবেশ

দর্শনা হল্ট রেলস্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের আপ ও চিত্রা এক্সপ্রেসের ডাউন ট্রেনের যাত্রাবিরতি এবং ঢাকা-কলকাতা মৈত্রীএক্সপ্রেসের উভয়মুখী ট্রেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“দর্শনার জন্য আমরা” ও “দর্শনা প্রেসক্লাব” র যৌথ উদ্যোগে গতকাল বেলা ৩ টায় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন ফুলতলা চত্বরে এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

“দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের আহ্বায়ক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু’র সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, কেরু চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেকুজ্জামান, “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের অন্যতম সদস্য রবিউল আলম বাবু, দর্শনা থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম বাকু, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, দর্শনা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হবা জোয়ার্দ্দার, সাবেক ছাত্রনেতা ইমরুল কাইয়ুম প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, দর্শনা রিক্সা-শ্রমিক ইউনিয়ন, আমরা জীবননগরবাসী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার কয়েক হাজার মানুষ।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## [redacted]

[redacted]

নিহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে ট্রাক চাপাই রেজোয়ান মালিক নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে বিকাল চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল গেট সংলগ্ন এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন স্টেডিয়াম পাড়ার সালাউদ্দিন মালিকের ছেলে রেজোয়ান মালিক পলিটেকনিক স্কুলে পড়ত। ঘটনার সময় ব্যাটারিচালিত মোটরসাইকেল নিয়ে রেজোয়ান বাড়ি থেকে বের হয়। রেলবাজারে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকটি তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়।ট্রাক মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার কারণে তারা দেহ ও মাথা আলাদা হয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে রেজোয়ান মারা যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমান জানান, চালকসহ ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল ২৯৫টি মামলার মধ্যে ১৬৫টি মাদকের, গ্রেফতার-৭৫৭

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাদকের ছড়াছড়ি। হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই রয়েছে মাদক। দর্শনা থানায় ২৯৫ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন।

গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনা সহ-থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে বেড়ে গেছে। এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের

ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্ট।

তাদের মধ্যে যে শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা রয়েছে, সেটা যদি দেশের কল্যাণে কাজে না লেগে ব্যাহৃত হচ্ছে দেশের তরুণ্য শক্তি। যে তরুণরাই আগামীর বাংলাদেশের কান্ডারি হবে। তরা বেকারত্বের জ্বালাযন্ত্রনা আর কষ্টে ঝুঁকে মাদক সেবণের প্রতি।
আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা বলেছেন বিগত দিনে তরুণ্যরই সর্বক্ষেত্রে জয়গান গেয়েছেন। আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য শপথ নিতে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নেবে এবং পাশাপাশি দেশটাকে সুন্দর করতে স্বার্থকভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা অন্তরে ধারণ করতে হবে। সেখানে মাদকের ছোবলে নিজেরাই ধংস হচ্ছে। মাদক সেবনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কিশোর থেকে ৪৫ বছরের বয়সীদের মধ্যে। মাদকসেবীর মধ্যে ৮০ শতাংশই তরুণ আবার ৪০ শতাংশ হলো বেকার। ফলে এ সব মাদকসেবীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। মাদকের ছোবলে এদের কোমল হাত রূপান্তরিত হচ্ছে খুনির হাতে।

আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া শিক্ষার্থী ঐশীর কথা! যার হাতে খুন হতে হয়েছিল তার পিতা পুলিশ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও তার মা স্বপ্না রহমান। তাদের দোষ ছিলো তারা তাদের মেয়েকে মাদকাশক্তি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সারাদেশে খোঁজ করলে আপনি দেখতে পাবেন এমন শতশত ঐশীকে। যারা নিত্যদিন মাদকাসক্ত হয়ে খুন করছে মাতাপিতা কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য এবং ভেঙ্গে ফেলছে পরিবারের সুন্দর স্বপ্নকে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের তরুণদের সকল শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা হারিয়ে যাচ্ছে মাদকের ভয়াল গ্রাসে। দিনদিন এই মাদকের সম্প্রসারণ বেড়েই চলছে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, মাদক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজকে? আর এর পরিণতিই বা কী হবে? কিংবা এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের মনে। এই মাদকের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রথম সদর দরজা হলো ধূমপান বা তামাক গ্রহণ। যেটা আজ শহরাঞ্চল কিংবা গ্রামাঞ্চলে সবজায়গায় বিদ্যমান। এমনকি আমাদের আগামীর স্বপ্ন যারা, সেই শিক্ষার্থীদের অনেকেই এটাকে মনে করে স্মার্ট হওয়ার মানদন্ড।

সুতরাং আর বুঝতে বাকি নেই, মাদক এই জাতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। মাদকাসক্তির পিছনে কাজ করে তিনটি কারণ। জৈবিক,

দামুড়হুদায় বিভিন্ন মামলায় ১৩ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি ও ২ জন সন্দেহ ব্যাক্তিকে আটক করেন।

আটকৃতরা হলো আশরাফ হোসেন,লিটন মিয়া,আব্দুল মালেক,আব্দুল খালেক,স্বপন মিয়া,সাকিব মিয়া,হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন, ও রাজু।

গতকাল বুধবার রাতে বিভিন্ন এলকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই সঞ্জিত কুমার মন্ডল, এস আই তৌহিদুর রহমান শেখ, এ এস আই দিরাজ,এ এস আই আব্দুর গাফ্ফার শেখ, বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সি আর, জি আর মামলার আসামী জয়রামপুর গ্রামের ছবের আলীর ছেলে আশরাফ, কলাবাড়ি রামনগর গ্রামের ফকির চাঁদের ছেলে লিটন মিয়া,কাদিপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেকের ছেলে স্বপন মিয়া, আঃ মালে’র ছেলে সাকিব মিয়া, মুন্সিপাড়ার আশাদুল হকের ছেলে হাফিজুর রহমান, মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে শহিদুল ইসলাম, মৃত আনছার আলীর ছেলে মুরশিদ আলী, বারিক আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম, পিরপুরের মৃত তাহের বিশ্বাসের েছেলে বিল্লাল হোসেন, জয়রামপুর হাজীপাড়ার আঃ রাজ্জাকের ছেলে রাজুকে আটক করেন।

আজ বৃহস্পতিবার তাদেরকে আদালতে সৌর্পদ করেন পুলিশ।

আলমডাঙ্গার বড় গাংনীতে

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]